ভূমিকা :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য – তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন একটি সমস্যা। কিন্তু এ সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনায় এমনভাবে এ ব্যাপারটিকে উপস্থাপন করা হয় যেন এটি শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বেরই একটি সমস্যা আর এর কারণ হিসেবে সব সময় দায়ী করা হয় ইসলামকে।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন:

- ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে নারী নির্যাতন করার অধিকার।
- নারীর নেই শিক্ষা গ্রহণ, রাজনীতি কিংবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার।
- নারীর নেই কোন বিষয়ে নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার।
- নারীর নেই স্বামী নির্বাচন বা প্রয়োজনে স্বামীকে তালাক প্রদানের অধিকার।
- হিজাব বা পর্দাপ্রথার মূল উদ্দেশ্য নারীদের অবরুদ্ধ করা।
- হিলা বিয়ে, গ্রামগঞ্জের মোলাদের অন্যায় ফতোয়া, অনার কিলিং ইত্যাদি ইসলাম অনুমোদিত বিষয়।

কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য, উপরোক্ত কোন প্রচারণার সাথেই নেই ইসলামের দূরতম সম্পর্ক। এখন থেকে চৌদ্দ'শত বছর আগে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে সকল প্রকার নারী নির্যাতন। উপযুক্ত সম্মানের সাথে নিশ্চিত করেছে নারীর সুস্পষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু, আজ সমস্ত বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে নারী বঞ্চিত হয়েছে তার আলাহ্ প্রদত্ত সকল অধিকার থেকে।

নারীদের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত মিথ্যা প্রচারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করার জন্য এই পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী তিন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতনের চিত্র এবং দেখানো হয়েছে যে এর মূল কারণ হচ্ছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী চিন্তা ও ব্যবস্থা। একমাত্র ইসলামই যে পারে নারীদেরকে সবধরনের নির্যাতন থেকে মুক্ত করে সত্যিকার নিরাপত্তা দিতে – তা বিবৃত হয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সবশেষে, ইসলামের ইতিহাসের মহীয়সী নারীদের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরে পুস্তিকার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারীর সম্মান ও মর্যাদা

ইসলাম নারীদের ভূমিকাকে যথার্থ সম্মান দিয়েছে। নিম্নের আলোচনায় আমরা দেখবো মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে অথবা একজন পেশাজীবি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী হিসেবে কীভাবে ইসলাম নারীদের মর্যদাকে সুউচ্চ করেছে।

১. **সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠিঃ** পুঁজিবাদী সমাজে মূলতঃ নারীর সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা। আর ইসলামী সমাজে নারীর সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে তার আলাহ্‌ভীরুতা বা তাকওয়া। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“এই পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুই মূল্যবান। কিন্তু সবচাইতে মূল্যবান হচ্ছে একজন আলাহ্‌ভীরু নারী।”* (মুসলিম)

২. **মাতৃত্বের সম্মানঃ** পুঁজিবাদী সমাজ নারীর মাতৃত্বকে দেয়নি কোন সম্মান ও মর্যাদা। আর ইসলাম নারীকে মা হিসাবে করেছে সবচাইতে বেশী সম্মানিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত।”*

3. **গৃহকর্মের মর্যাদাঃ** পুঁজিবাদী সমাজ নারীর গৃহকর্মের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকে করেছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য। আর ইসলাম নারীর গৃহের অভ্যন্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করাকে দিয়েছে জিহাদের মর্যাদা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“ঘরে তোমরা (নারীরা) তোমাদের সন্তানদের যত্ন নাও আর এটাই তোমাদের জন্য জিহাদ।”* (মুসনাদে আহমাদ)

4. **স্ত্রী হিসাবে সম্মানঃ** স্ত্রী হিসাবেও নারীকে ইসলাম দিয়েছে পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর নিশ্চয়ই আমি আমার স্ত্রীর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তম।”* (তিরমিযী)

৫. **কন্যাসন্তানের সম্মানঃ** পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক এই পৃথিবীতে এখনও কন্যাসন্তান অনাকাঙ্খিত। অথচ ইসলাম উত্তম রূপে কন্যা সন্তান লালন-পালন করাকেও ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম শিক্ষা দেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।”*

৬. **সর্বস্তরে নারীর সম্মানঃ** ইসলাম সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নারীর সাথে সম্মানজনক আচরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *“শুধুমাত্র সম্মানিত লোকেরাই নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে। আর যারা অসম্মানিত, নারীদের প্রতি তাদের আচরণও হয় অসম্মানজনক।”* (তিরমিযী)

এই হলো ইসলামে নারীর মর্যাদা আর এটা বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত মূল্যবোধের মতো নয় যেখানে নারীদের দেখা হয় কেবলমাত্র যৌনতার প্রতীকরূপে এবং ভোগের উপাদান হিসেবে। এর ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে, আর এর বিবরণ আমরা দেখব পরবর্তী তিন অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : পশ্চিমা বিশ্বে নারী নির্যাতন

পশ্চিমের নারী স্বাধীনতার কল্পকাহিনী :

নারী নির্যাতনের সমাধান হিসাবে পশ্চিমা বিশ্ব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধ্যান-ধারণাকে জোরের সাথে প্রচার করলেও, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার মিথ্যা শোগানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পশ্চিমের নারীরা হয়েছে এক অভিনব দাসত্বের শিকার। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সুপার হিট হলিউড মুভি, নামী-দামী ফ্যাশন ম্যাগাজিন কিংবা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের সাহায্যে তারা মুসলিম বিশ্বেও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করছে তাদের মুক্ত-স্বাধীন নারীদের। তাদের ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্ট মিডিয়াতে আধুনিকা নারীদের দেখলে মনে হয় জীবনের সবক্ষেত্রেই তারা প্রচন্ড রকম স্বাধীন। স্বাধীন সমাজে তাদের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, স্বাধীন পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে কিংবা স্বাধীন পুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাদের শরীরের ওজন, প্রতিটি অঙ্গের মাপ, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা পর্যন্ত সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ফ্যাশন, ডায়েট কিংবা কসমেটিকস ইন্ডাস্ট্রীর দ্বারা। সমাজের নির্দেশ মানতে গিয়ে তারা নিজেকে পরিণত করে সস্তা বিনোদনের পাত্রে। আর, মুক্ত-স্বাধীন হবার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে কাঁধে তুলে নেয় জীবিকা উপার্জনের মতো কঠিন দায়িত্ব।

পশ্চিমা পুঁজিবাদী সভ্যতা – নারী নির্যাতনের মূল কারণ :

পুঁজিবাদ হচ্ছে মানুষের তৈরী এক জীবনব্যবস্থা, যার মূলভিত্তি ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি। এ জীবনব্যবস্থায় মানুষের নেই কারো কাছে কোন জবাবদিহিতা। বরং রয়েছে লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারীতার সুযোগ। তাই, পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সমাজে জবাবদিহিতার

অনুপস্থিতি আর চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মানুষ, অন্যের চাওয়া-পাওয়া, আবেগ-অনুভূতি, অসহায়ত্ব এমনকি নারীকেও পরিণত করে মুনাফা হাসিলের পণ্যে।

পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে দেখে নিরেট ভোগ্যপণ্য ও মুনাফা হাসিলের উপকরণ হিসাবে। ফলে, নারী সমাজের কোন সম্মানিত সদস্য হিসাবে বিবেচিত না হয়ে, সমাজে প্রচলিত অন্যান্য পণ্যের মতোই পরিণত হয় বিকিকিনির পণ্যে। আর হীন স্বার্থ সিদ্ধির মোহে অন্ধ মানুষ নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে চালায় জমজমাট ব্যবসা। বস্তুতঃ নারীর প্রতি এ জঘণ্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে স্বেচ্ছাচারী মানুষ শুধুমাত্র লাভবান হবার জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকল নারীকেই করে নির্যাতিত।

মুক্ত সমাজ, মুক্ত মানুষ, মুক্ত অর্থনীতি ইত্যাদি পশ্চিমা পুঁজিবাদী জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র হলেও, মুক্ত সমাজের মুক্ত জীবনের ধারণা নারীকে মুক্তি দেয়নি বরং বহুগুনে বেড়েছে তার উপর অত্যাচার আর নির্যাতনের পরিমাণ। বাস্তবতা হলো, ফ্রিডম বা স্বাধীনতার ধারণা পশ্চিমা সমাজের মানুষকে ঠেলে দিয়েছে স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এক জীবনের দিকে। যেখানে স্বাধীনতার অপব্যবহারে নির্যাতিত হচ্ছে নারীসহ সমাজের অগণিত মানুষ। জবাবদিহিতার অনুপস্থিতিতে এক মানুষের স্বাধীনতা হচ্ছে অন্য মানুষের দাসত্বের কারণ। আর, ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপপ্রয়োগে তাদের সমাজে বাড়ছে খুন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী ও পারিবারিক সহিংসতাসহ সকল প্রকার নারী নির্যাতন। এছাড়া, সীমাহীন স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোও শুধুমাত্র লাভবান হবার জন্য নারীকে পরিণত করছে নিখাদ ভোগ্যপণ্যে।

এক নজরে পশ্চিমা সমাজে নারী নির্যাতন :

1. **ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির নির্যাতনঃ** পশ্চিমা সমাজে মূলতঃ তাদের ফ্যাশন, ডায়েট আর কসমেটিকস্ ইন্ডাস্ট্রিগুলোই নির্ধারণ করে নারীর পোশাক, তার সাজ-সজ্জা, এমনকি তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের মাপ। স্বাধীনতার মিথ্যা শোগানে নারীকে তারা বাধ্য করে জঘণ্যভাবে দেহ প্রদর্শন করতে। তারপর, অর্ধনগ্ন সেইসব নারীদেহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। ১৯৮৮ সালে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের বিউটি ইন্ডাস্ট্রিগুলো প্রতিবছর ৮.৯ বিলিয়ন পাউন্ড মুনাফা অর্জন করে থাকে। আর, সমস্ত বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিগুলো বছরে অর্জন করে মাত্র ১.৫ হাজার বিলিয়ন ডলারের মুনাফা। অপরদিকে, নামকরা মডেল বা সুপার মডেল হতে গিয়ে নারীকে কমাতে হয় আশঙ্কাজনক পর্যায়ে তার ওজন। পরিণতিতে বন্ধ্যাত্ব, ভয়াবহ নিম্ন রক্তচাপ, অ্যানোরেক্সিয়া কিংবা বুলেমিয়ার মতো মারাত্মক রোগ হয় তার জীবনসঙ্গী। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেনটাল হেলথ এর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২০ জনে ১ জন নারী অ্যানোরেক্সিয়া, বুলেমিয়া কিংবা মারাত্মক ক্ষুধামন্দার

শিকার হয়। আর প্রতিবছর ১০০০ জন মার্কিন নারী অ্যানোরেক্সিয়া রোগে মৃত্যুবরণ করে। (সূত্রঃ আমেরিকান অ্যানোরেক্সিয়া/বুলেমিয়া অ্যাসোসিয়েশন)। বস্তুতঃ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বেঁধে দেয়া ভাইটাল স্ট্যাটিকটিকস্ অর্জন করতে গিয়েই পশ্চিমে অকালে ঝরে যায় এ সব নারীর জীবন।

২. **ধর্ষণ ও যৌন হয়রানিঃ** নারী-পুরুষের লাগামহীন মেলামেশা আর প্রবৃত্তি পূরণের অবাধ স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফলাফল স্বরূপ পশ্চিমা সমাজের নারীরা অহরহ হয় ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার। এমনকি এই বিকৃত আচরণ থেকে সে সমাজের নিষ্পাপ শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায় না। নারী স্বাধীনতার অগ্রপথিক যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে ধর্ষিত হয় একজন নারী, আর বছরে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় সাড়ে সাত লক্ষে। (সূত্র : দি আগলি ট্রুথ, লেখক মাইকেল প্যারেন্টি)। আর, বৃটেনে প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন নারী ধর্ষিত হয় এবং মাত্র ১০০ জনের মধ্যে একজন ধর্ষক ধরা পড়ে।

৩. **কর্মক্ষেত্রে হয়রানিঃ** গণমাধ্যম গুলোতে নারীকে প্রতিনিয়ত সেক্স সিম্বল হিসাবে উপস্থাপন করার ফলে নারীর প্রতি সমাজের সর্বস্তরে তৈরী হয় অসম্মানজনক এক বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। আর বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলাফল হিসাবে শিক্ষিত নারীরাও কর্মক্ষেত্রে তাদের পুরুষ সহকর্মীর কাছে প্রতিনিয়ত হয় যৌন হয়রানির শিকার। মিডিয়া ও সরকারী তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৪০-৬০% নারী কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শিকার হয়। আর ইউরোপিয়ান উইমেনস লবির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যেও ৪০-৫০% নারী তার পুরুষ সহকর্মীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়।

4. **পারিবারিক সহিংসতাঃ** যে সমাজে নেই কারো কোন জবাবদিহিতা, নেই পরস্পরের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ আর সেই সাথে রয়েছে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারীতার সুযোগ, সে সমাজে ভয়াবহ পারিবারিক সহিংসতা হয় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তুতঃ জীবন সম্পর্কে এ ধরণের ভয়ঙ্কর ভ্রান্তিমূলক ধারণা থেকেই বিয়ের পূর্বে বা পরে সবসময়ই পশ্চিমের নারীরা হয় তার পুরুষসঙ্গীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একজন নারী স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়। ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এর ১৯৯৮ সালে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৯ লক্ষ ৬০ হাজার পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আর, প্রায় ৪০ লক্ষ নারী তার স্বামী অথবা বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা শারীরিকভাবে হয় নির্যাতিত।

5. **কুমারী মায়েদের যন্ত্রনাঃ** নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রধান অসহায় শিকার হয় পশ্চিমের কুমারী অল্পবয়সী নারীরা। আনন্দের পর্ব শেষে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ সঙ্গী আর্থিক বা সামাজিক কোন দায়দায়িত্ব স্বীকার না করায় একাকী নিতে হয় তাকে অনাহুত সন্তানের দায়িত্ব। আর, অপরিণত বয়সে পর্বতসম দায়িত্ব নিয়ে গিয়ে

তাকে হতে হয় ভয়ঙ্কর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। যুক্তরাষ্ট্রের গুটম্যাচার ইনস্টিটিউট এর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১৫-১৭ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার অবিবাহিত নারী গর্ভবতী হয়। আর, সেদেশের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে বছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার কিশোরী মেয়ে গর্ভধারণ করে।

6. **কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নির্যাতনঃ** পশ্চিমা সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী নারী-পুরুষের সমঅধিকারের বার্তা প্রচার করলেও তাদের নিজেদের সমাজেই নারীরা প্রচন্ড বৈষ্যমের শিকার। শুধু মাত্র নারী হবার জন্য একই কাজের জন্য তাকে পুরুষের চাইতে দেয়া হয় অনেক কম অর্থ। এখন থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রে ইকুয়েল পে অ্যাক্ট আইন পাশ করলেও, এখনও ১৫ বছর ও তার উর্ধ্বে কর্মরত নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের চাইতে প্রতি ডলারে ২৩ সেন্ট কম উপার্জন করে। ইউ.এস গর্ভমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস এর জরিপ থেকে দেখা যায়, সে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা বিভাগের মোট কর্মচারীর প্রায় ৭০ ভাগ নারী হলেও নারী ব্যবস্থাপকরা পুরুষের চাইতে অনেক কম অর্থ পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষের উপার্জনের এই বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বস্তুতঃ পশ্চিমের দেশগুলোতে নারীরা শুধুমাত্র দুটি পেশায় পুরুষদের চাইতে বেশী উপার্জন করে, তার একটি হচ্ছে মডেলিং আর অন্যটি হচ্ছে পতিতাবৃত্তি।

7. **পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির নির্যাতনঃ** পশ্চিমা বিশ্বে নারীরা সবচাইতে জঘন্য ভাবে নির্যাতিত হয় পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে। যেখানে, ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির মতোই নগ্ন নারীদেহকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত মুনাফালোভী এক চক্র। আর, এর জঘন্য শিকার হচ্ছে লক্ষ কোটি অসহায় নারী ও শিশু। শুধু নগ্ন নারী দেহকে উপজীব্য করে এই পৃথিবীতে ৫৭ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারের পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির বার্ষিক রাজস্ব সে দেশের বহুল প্রচারিত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এ.বি.সি, সি.বি.এস এবং এন.বি.সি-র প্রদত্ত মোট রাজস্বের চাইতেও বেশী (৬.২ বিলিয়ন ডলার)। প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের সীমাহীন লোভ আর চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারীতাই বিশ্বব্যাপী পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠার মূলকারণ।

তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশে নারী নির্যাতন - পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রত্যক্ষ ফলাফল

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এদেশের সমাজও আজ পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা দিয়ে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত। আর তাই পশ্চিমা বিশ্বের মতো এদেশের আনাচে-কানাচেও চলছে আজ নারীদের উপর চরম নির্যাতন।

1. **পারিবারিক সহিংসতা:** যদিও এদেশে পারিবারিক সহিংসতার জন্য সবসময় ইসলামকেই দায়ী করা হয়, কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পারিবারিক জীবন তৈরীর মাধ্যমে ইসলামই একমাত্র বন্ধ করতে পারে সমাজে চলমান পারিবারিক সহিংসতা। বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অনুপস্থিতিতে লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপপ্রয়োগই ভয়াবহ পারিবারিক সহিংসতার মূল কারণ। বিভিন্ন জরিপ থেকে দেখা যায় যে, এ দেশে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সমাজের বেশীর ভাগ নারীরা দাম্পত্য জীবনে স্বামী কর্তৃক বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার হন। এ নির্যাতনের কবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, চিকিৎসক অথবা ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল শিক্ষিকা কেউই রেহাই পায় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে তারা চেপে যান এ সব নির্যাতনের কথা। (সূত্র: পি.আই.বি ইউনিসেফ ফিচার)।

2. **ধর্ষণ ও হত্যা:** পাশ্চাত্যের মতোই এদেশে প্রতিবছর ধর্ষিত কিংবা ধর্ষণের পর নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হয় অসংখ্য নারী ও শিশু। সবস্তরে জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি আর প্রবৃত্তি পূরণের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগই মূলতঃ পুরুষকে ঠেলে দেয় বিকৃত উপায়ে তার চাহিদা পূরণে। আর তার অসহায় শিকার হয় হাজার হাজার নিরপরাধ নারী। বিভিন্ন এন.জি.ও থেকে প্রাপ্ত তথ্য দেখা যায়, এ দেশে প্রায় ৫০ শতাংশ নারী ধর্ষন সহ বিভিন্ন যৌন হয়রানির শিকার হয় এবং শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ নারী জোরপূর্বক ধর্ষণের শিকার হয়। কিন্তু, এদের বেশীর ভাগই মানসম্মানের ভয়ে কখনো তা প্রকাশ করে না।

3. **যৌতুকের জন্য নির্যাতন:** যৌতুকের জন্য এদেশে প্রতিবছর শত শত নারীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। আর নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হয় লক্ষ লক্ষ নারীকে। মূলতঃ ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির নিরেট পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা থেকেই মানব জীবনের বিবাহ নামক অধ্যায়টিও পরিণত হয় মুনাফা হাসিলের উপকরণে। আর কাঙ্খিত যৌতুকের অর্থ প্রদানে কন্যাপক্ষের অপারগতায় নারীর জীবনে নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। কখনো তাকে ঝরে যেতে হয় এ সুন্দর পৃথিবী থেকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা এবং বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এক

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এ দেশে ২০০১ সালে যৌতুকের জন্য নির্যাতিত হয়েছে ১২,৫০০ জন নারী। ২০০২ সালে তা বেড়ে দাড়াঁয় ১৮,৪৫৫ জন এবং ২০০৩ সালের শেষের দিকে এ সংখ্যা গিয়ে দাড়াঁয় ২২,৪৫০ জনে।

4. **ইভটিজিং:** নারীকে গণমাধ্যম সহ সর্বত্র প্রতিনিয়ত ভোগ্যপণ্য হিসাবে উপস্থাপিত করে তার সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে ইভটিজিং এর মতো ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। মূলতঃ সমাজের সর্বত্র নারীর প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে উঠতি বয়সের তরুণদের কাছে নারী পরিণত হয়েছে এখন বিনা পয়সার বিনোদনে। আর তাদের এ বিকৃত বিনোদনের দুঃসহ ভার সইতে না পেরে রুমি, সিমি আর তৃষার মতো তরুণীরা বেছে নিচ্ছে আত্মহননের পথ। ২০০৬ সালের জুন মাসে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ৪ বছরে ইভটিজিং এর শিকার হয়ে এ দেশে ২৮ জন কিশোরী ও তরুণী আত্মহত্যা করেছে।

5. **এসিড সন্ত্রাস:** এসিড সন্ত্রাস নারীর জীবনে এক মুর্তিমান আতঙ্ক। নিজ স্বার্থসিদ্ধির মোহে অন্ধ পুরুষ নারীকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলে বা নারী তার স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় হলে প্রতিহিংসা বশতঃ এসিডে ঝলসে দেয় নারীকে। চুরমার হয়ে যায় নারীর জীবনের সকল স্বপ্ন। কোন কোন সময় নিভে যায় তার জীবন প্রদীপ। দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যায়, শুধুমাত্র ২০০৭ সালেই প্রেমে প্রত্যাখান সহ বিভিন্ন কারণে এসিডে ঝলসে দেয়া হয়েছে ৮০ জন নারীকে। এদের মধ্যে মাত্র ৪০ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এসিড সন্ত্রাস মূলতঃ স্বেচ্ছাচারী এ সমাজে নারীর নিজস্ব মতামতের প্রতি চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশ।

6. **কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি:** নারী যে সমাজে পরিণত হয়েছে সস্তা বিনোদনের পণ্যে আর প্রতিনিয়ত তাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে যৌনতার প্রতীক হিসাবে, সে সমাজে নারীরা কর্মক্ষেত্রেও হয়রানির শিকার হবে এটাই স্বাভাবিক। মূলতঃ নারীর প্রতি সমাজের এ জঘণ্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এ দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব নারীরাই কর্মক্ষেত্রে তার পুরুষ সহকর্মীর কাছে হয় যৌন হয়রানিসহ নানা রকম হয়রানির অসহায় শিকার।

চতুর্থ অধ্যায় : ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকারের আকর্ষনীয় শোগানে নারী নির্যাতন

সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলে 'নারীর ক্ষমতায়ন' এর অর্থ দাড়াঁয় সমাজের সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে নারীর আর্থিক প্রতিষ্ঠাসহ ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণের লক্ষ্যে এটা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের এক নতুন চক্রান্ত। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে যেখানে কোটি কোটি পুরুষদের নেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সেখানে ক্ষমতায়নের নামে পুরুষদের কর্মহীন রেখে নারীদের অসহায়ত্ব ও সস্তা শ্রমকে পুঁজি করছে বিভিন্ন এন.জি.ও এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে, একদিকে তারা অর্জন করছে বিশাল অঙ্কের মুনাফা, আর অন্যদিকে সাহায্য-সহযোগীতার নামে জোরপূর্বক ধর্মান্তরসহ সকল স্তরে নষ্ট করছে ইসলামী মূল্যবোধ।

নারী-পুরুষের সমঅধিকারের ধারণাটি মূলতঃ সৃষ্টি হয়েছে এমন এক পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে অর্থ উপার্জনের কারণে সমাজ ও পরিবারে পুরুষরা ছিলো মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও সম্মানিত। আর উপার্জন না করতে পারায় গৃহিনী ও মা হিসাবে নারী ছিলো চরমভাবে নির্যাতিত আর উপেক্ষিত। নির্যাতিত এই নারীদের ছিলো না সম্পদের মালিকানা, উত্তরাধিকার, শিক্ষা, উপার্জন বা ভোটের অধিকার। মূলতঃ এই রকম এক চরম বঞ্চনা পূর্ণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই শুরু হয় 'সমঅধিকার' আন্দোলন। বস্তুতঃ সমঅধিকার আন্দোলন নারী-পুরুষকে ঠেলে দিয়েছে পরস্পর বিপরীতমুখী এক অবস্থানে। নিজ অধিকার নিশ্চিত করতে পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা অবতীর্ন হয়েছে পুরুষদের সাথে এক ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায়। এ অসুস্থ প্রতিযোগিতা নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে তো পারেইনি বরং নারীর উপর নির্যাতন বেড়েছে বহুমাত্রায়।

সমঅধিকার আন্দোলন থেকে সবচাইতে বেশী লাভবান হয়েছে পুরুষরা। কারণ, তারা এখন অবলীলায় সন্তান লালন-পালন সহ পরিবারের ভরণপোষনের দায়িত্বও চাপিয়ে দিচ্ছে নারীদের উপর। আর, ঘরে বাইরে দু'দিক সামলাতে গিয়ে নারী হচ্ছে চুড়ান্ত মানসিক আর শারীরিক নির্যাতনের শিকার। অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে নারীরা হয়ে যাচ্ছে পরিবারের প্রতি উদাসীন। আর, সংসারে দীর্ঘ সময় মায়ের অনুপস্থিতিতে মাদকাসক্তি বা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এ দেশের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত। আসলে, 'সমঅধিকার আন্দোলন' আমাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে সমাজ ও পরিবারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী বিশ্বের এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত। এ চক্রান্তের ফলে একদিকে ধ্বংস হচ্ছে সমাজে ইসলামী মুল্যবোধ আর অপরদিকে শক্তিশালী হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারনা।

নারীদের ক্ষমতায়ন ও সমতার ফলাফল:

- **শ্রমজীবী নারী:** পুরুষের পাশাপাশি মাটি কাটা, ইট ভাঙ্গা কিংবা দিনমজুরীর কাজ করলেও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা শিকার হচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণ বেতন বৈষম্যের। যেমনঃ দিনমজুর হিসাবে সারাদিন একই পরিশ্রমের জন্য পুরুষরা যেখানে পাচ্ছে ২০০ টাকা, সেখানে নারীকে দেয়া হচ্ছে ১৫০ টাকা। আর, পোশাক শিল্পে কর্মরত হাজার হাজার নারীর সস্তা শ্রমকে পুঁজি করে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো প্রতিনিয়ত বাড়াচ্ছে তাদের লাভের অঙ্ক। এছাড়া, অস্বাস্থ্যকর আর ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘসময় কাজ করতে গিয়ে নারীর জীবন হচ্ছে দুর্বিসহ। কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তা–ঘাটে তারা হচ্ছে প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানির শিকার। আর, অবুঝ সন্তানকে সাথে করে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর কিংবা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করার ফলে মায়ের সাথে সাথে সন্তানের জীবনও হচ্ছে ঝুঁকির সম্মুখীন।

- **এন.জি.ও প্রতিষ্ঠানগুলোর শোষন ও নির্যাতন:** ক্ষুদ্রঋণের যাদুস্পর্শে এদেশের দরিদ্র নারীদের ভাগ্য উন্নয়নের কষ্টকল্পিত বর্ণনা রূপকথার গল্পকেও হার মানিয়েছে। কিন্তু, বাস্তবতা হলো, দাদন ব্যবসায়ীদের মতো এন.জি.ও প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামের সহজ-সরল নারীদের চড়াসুদে ঋণ দিয়ে ক্রমশঃ জড়িয়ে ফেলছে ক্রমবর্ধমান সুদের এক কঠিন শৃঙ্খলে। ক্ষুদ্র ঋণ তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন করছেই না, বরং বেশীর ভাগ সময়ই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে নারীরা হারাচ্ছে নিজের সঞ্চিত অর্থ, গরু-বাছুর, জমিজমা, ভিটেমাটি সবকিছু। কেউ বা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর কেউ বা প্রচন্ড মানসিক ও আর্থিক চাপে জর্জরিত হয়ে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। মূলতঃ এক্ষেত্রেও নারীকে ক্ষমতায়নের স্বপ্নে বিভোর করে তাদের অসহনীয় দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করা হচ্ছে। আর মুনাফা লাভের আশায় এ ধরনের প্রতারণা মূলক কাজকে সহায়তা দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের দাতা সংস্থাগুলো।

- **ফটো সুন্দরী, মডেলিং এবং ফ্যাশন শো:** গত প্রায় এক দশকেরও বেশী সময় ধরে এদেশে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ফ্যাশন শো কিংবা রূপসী তোমার গুনের খোঁজে জাতীয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু, কাগজে কলমে রূপসীর গুন খুঁজে বের করা উদ্দেশ্য হলেও এর পেছনে রয়েছে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের এজেন্ডা। কারণ, এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর সাথে ফ্যাশন, বিউটি, ডায়েট, কসমেটিকস কিংবা বিউটি ম্যাগাজিন ইন্ডাস্ট্রিগুলো সরাসরি জড়িত। তাই, একদিকে নারীর সৌন্দর্যকে পুঁজি করে এদেশে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো করছে জমজমাট ব্যবসা আর অন্যদিকে গণমাধ্যমে নারীদেহের খোলামেলা প্রদর্শন নারীকে পরিণত করছে নিরেট ভোগ্যপণ্যে। যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসাবে নারীরা সর্বত্র হচ্ছে নির্যাতিত।

- **পতিতাবৃত্তি ও নারী পাচার:** নারীর জীবনে চরম অবমাননাকর আর ঘৃন্য পেশা হচ্ছে পতিতাবৃত্তি। মূলতঃ দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠির নুন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ এ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই দু'মুঠো ভাতের যোগারে হাজার হাজার নারীকে ঠেলে দিয়েছে চরম ঘৃন্য এ পেশায়। তারপর আবার পতিতা হবার অপরাধে তাদের করেছে সমাজচ্যুত। আর হীন স্বার্থান্বেষী এক শ্রেনীর মানুষ নারীর এ অসহায়ত্বকে পুঁজি করে তার জীবন আর সম্মানের বিনিময়ে করছে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। বস্তুতঃ এদেশে পতিতাবৃত্তির প্রধান শিকার অভিভাবক ও আশ্রয়হীন শিশু-কিশোরীরা। যাদের কাজ দেবার নামে মোটা অঙ্কে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন পতিতালয়ে কিংবা পাচার করা হচ্ছে দেশের বাইরে। আর, একশ্রেনীর বুদ্ধিজীবি এ সব অসহায় নারীদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য জঘন্য এই পেশাকে অন্য সব পেশার মতো সামাজিক স্বীকৃতি দেবার দাবী জানাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, সমঅধিকার, মুক্তি, ক্ষমতায়ন এ সবই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের শোষনের হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তার করেছে শোষন আর নির্যাতনের জাল। নিত্যনতুন গালভরা শোগানে প্রস্তুত করেছে নারী নির্যাতনের নানারকম ক্ষেত্র। ফলশ্রুতিতে, মুক্তির মিথ্যা শোগানে আজ নির্যাতিত হচ্ছে বিশ্ব নারী সমাজ। আসলে, ক্ষমতায়ন, শিক্ষা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠা নয়, শুধুমাত্র সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের সঠিক বাস্তবায়নই নারীকে মুক্তি দিতে পারে চলমান এই নির্যাতন থেকে। কারণ, আলাহতায়ালা নারী-পুরুষ উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন একটি শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ তৈরীতে নারী এবং পুরুষের কি ভূমিকা হওয়া উচিত। অথবা কেমন হওয়া উচিত তাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরন। প্রকৃতপক্ষে একটি ইসলামিক সমাজ না পুরুষতান্ত্রিক, না নারীতান্ত্রিক। বরং এটা এমন এক মানবসমাজ যেখানে নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রত্যেকেরই উপরই রয়েছে আলাহ প্রদত্ত নির্ধারিত দায়িত্ব, যা পালনের মাধ্যমে তারা দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। আর এরকম একটি ভারসাম্য পূর্ণ সমাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে শুধুমাত্র আলাহ প্রদত্ত 'খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা'। একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই পারে পুঁজিবাদী সমাজ কর্তৃক নারীকে পণ্যে পরিণত করার এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র নষ্যাৎ করতে। সমাজের সর্বস্তরে আলাহ্'র আইনের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্ধ করতে পারে নারীর প্রতি এই ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, নিশ্চিত করতে পারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অধিকার।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ইসলামী ব্যবস্থা - নারী নির্যাতনের একমাত্র সমাধান

ইসলাম হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত আলাহ্ প্রদত্ত এক জীবনব্যবস্থা, যার মূলভিত্তি আলাহ্’র নিকট জবাবদিহিতা। এ জীবনব্যবস্থায় সবকিছুই পরিচালিত হয় আলাহ্’র বিধান অনুযায়ী। তাই, এ জীবনব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারীতার পরিবর্তে মানুষকে শেখায় জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

“(হে মুহাম্মদ (সাঃ)) আমি এ কিতাব তোমার উপর এজন্য নাজিল করেছি যেন তুমি সমগ্র মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো।” (সুরা ইব্রাহীমঃ ১)

ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার প্রাপ্য মর্যাদা, ক্ষমতা ও অধিকার। নিশ্চিত করেছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অধিকার। তাই, হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসে সমঅধিকারের প্রশ্ন কখনোই আসেনি। আর ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ধরণের কিন্তু স্রষ্টার দৃষ্টিতে সমমর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে তৈরী করেছে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যে পরিপূর্ণ এক সমাজ।

ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা) ও সমাজে নারী হলো রাষ্ট্র ও সমাজের সম্মান। তাই নারীর প্রতি সম্মানজনক এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নারীই হয় সম্মানিত। আর নারীর প্রতি সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের মূলনীতিমালা :

প্রথমতঃ পুঁজিবাদী ধ্যান ধারনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজের মূলভিত্তি হলো ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি। যে ধারণা থেকে নারী আজ পরিনত হয়েছে মুনাফা হাসিলের উপকরনে। আর ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো ‘জবাবদিহিতা’ বা ‘আলাহভীতি’। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ প্রত্যেকেই তাদের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে আলাহর হুকুম মানতে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। মূলতঃ জীবন সম্পর্কে এই ধারনার ভিত্তিতে শুধু নারী নয় কোন কিছুকেই সমাজ এবং সমাজের মানুষ ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উপকরনে পরিনত করতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ পুঁজিবাদী এ সমাজ বিশ্বাস করে লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতায়, তাই সমাজে নারীর প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী হবে তা সমাজের মানুষই নির্ধারণ করে। লাগামহীন এ স্বাধীনতা থেকেই মূলতঃ সমস্যার শুরু। কিন্তু ইসলাম এ সমস্যার মূলেই কুঠারাঘাত করে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার কোনও স্থান নেই। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নারীকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করার কোন সুযোগও ইসলামে নেই। সমাজের মানুষ

সেভাবেই নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করতে বাধ্য যেটা আলাহ তা'আলা অনুমোদন করেছেন। তা না হলে আলাহ্'র দৃষ্টিতে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন যে,

"মুমিন নারী এবং পুরুষের এ ব্যাপারে কোনও অধিকার নেই যে, যখন আলাহ্ ও রাসূল কোনও বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশ দেয় তখন সে ব্যাপারে তারা ভিন্ন মত পোষণ করে। আর যে কেউ আলাহ্ ও রাসূলকে অমান্য করল সে তো স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।" (সুরা আল আহ্যাব: ৩৬)

তৃতীয়তঃ পুঁজিবাদী এ সমাজে নারীকে প্রতিনিয়ত উপস্থাপন করা হয় যৌনতার প্রতীক হিসাবে। সুতরাং পুরুষরা তাকে এ দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল নারীই হয় নির্যাতিত। আর ইসলামী রাষ্ট্রে ও সমাজে নারী রাষ্ট্রের সম্মান এবং এ সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। সুতরাং, সমাজে কোন অবস্থাতেই নারীকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় না, যাতে তার সম্মান বা মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্থ হয় । রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *"এই পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুই মূল্যবান। কিন্তু সবচাইতে মূল্যবান হচ্ছে একজন পরহেজগার নারী।"* (মুসলিম)

চতুর্থতঃ ইসলাম পর পুরুষের সামনে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য প্রকাশকে অনুমোদন করে না। এজন্য ইসলামী সমাজে নারীদের পোষাকের ব্যাপারে রয়েছে আলাহ্ প্রদত্ত সুস্পষ্ট বিধান। গৃহের বাইরে বা কর্মক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই এই বিধান মেনে চলতে হয় বিধায় সমাজে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে পুঁজি করে ব্যবসা করার কোন সুযোগ নেই। বস্তুতঃ ইসলাম নারীকে এমন কোনও পেশায় অংশগ্রহন করার অনুমতি দেয় না, যাতে নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় বা সৌন্দর্যকে পুঁজি করা যায়। যেমনঃ মডেলিং, অ্যাডভারটাইজমেন্ট ইত্যাদি। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন যে,

"....এবং তোমরা (নারীরা) জাহেলী যুগের মতো তোমাদের সৌন্দর্য এবং অলংকার সমূহকে প্রর্দশন করো না।" (সূরা আল আহ্যাবঃ ৩৩)

পঞ্চমতঃ ইসলাম শুধুমাত্র এমন সব পেশাই নারীর জন্য অনুমোদন করে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে নারীকে তার যোগ্যতা এবং মেধার ভিত্তিতে যাচাই করা হয়। একজন মুসলিম নারী ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা, ব্যবসা-বানিজ্য, সাংবাদিকতা, বিচারকার্য সহ বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারে। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নারী সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে সমাজে এবং রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ষষ্ঠতঃ পুঁজিবাদী এ সমাজের মতো ইসলাম নারী-পুরুষের লাগামহীন অবাধ মেলামেশাকে অনুমোদন করে না। মূলতঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকেই ধর্ষন, পরকীয়া প্রেম, বিবাহ বর্হিভূত যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার জন্ম। ইসলামে ঘরে এবং বাইরে কাজের প্রয়োজনে নারী পুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালার বাইরে

নারী পুরুষের মেলামেশাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ফলে, সমাজে অহেতুক সমস্যারও জন্ম হয়না।

সপ্তমত: যৌতুকের জন্য এদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার নারী নিহত হয় আর লক্ষ লক্ষ নারী হয় নির্যাতিত। অথচ ইসলামী সমাজ যৌতুক প্রথারই মূলোৎপাটন করে। বিয়ের সময় নারীকে পুরুষের মোহরানা আদায় করতে হয়, যা নারীর সম্মান হিসাবে আলাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। কন্যা বা কন্যার বাবার কাছ থেকে কোনও রকম সম্পদ দাবী করার কোন অধিকার ইসলাম পুরুষকে দেয়নি। এর অন্যথা হলে ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার অধিকার।

মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্র এবং সমাজ এই সমস্ত মৌলিক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নারীকে সমাজে এমন ভাবে উপস্থাপন করে, যা তাকে সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করে। একই সাথে সমাজের সর্বস্তরে তৈরী হয় নারীর প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গী। যা সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রাম্য, ধনী-গরীব সকল নারীর নির্যাতিত এবং নিগৃহীত হবার পথ রুদ্ধ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রে নারীর অধিকার

নারী পুরুষ উভয়েই আলাহ্'র সৃষ্টি, মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই মানুষ হিসাবে নারী এবং পুরুষ দু'জনই আলাহ্'র নিকট সমান গুরুত্বপূর্ণ। দু'জনকেই আলাহ্ দিয়েছেন একই ধরনের মানবিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্য। দু'জনেরই রয়েছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট এবং আনন্দের অনুভূতি। রয়েছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সমান অধিকার। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

"তিনিই আলাহ্ যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষ হতেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে..." (সূরা আরাফঃ ১৮৯)।

আধুনিক সভ্যতা যেখানে মাত্র গত দেড়শ বছর যাবত নারীর অধিকার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে, সেখানে এখন থেকে প্রায় চৌদ্দ'শ বছর আগে পুরুষের মতোই ইসলাম নারীকে দিয়েছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার।

ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার :

ইসলাম সমাজে নারীর প্রতি পক্ষপাতহীন এবং ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারনা করেছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, *"যার একটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি, তাকে নিগৃহীত করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয়নি, আলাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"* (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ১৯৫৭)। এছাড়াও একটি পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে সামাজিক ভাবে ইসলাম নারীকে দিয়েছে বিভিন্ন অধিকার।

১. **বিবাহ এবং তৎসংক্রান্ত অধিকার :** বিবাহ মানব জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলতঃ বিবাহ এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে মানবজাতির বংশরক্ষা, মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং সর্বোপরি নারী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরী হয়। আলাহ কোরআনে বলেছেন,

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জুড়ি তৈরী করেছেন যাতে তোমরা তার নিকট থেকে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।..." (সুরা রুম ঃ ২১)

- এই শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান তখনই সম্ভব যখন নারী পুরুষের সম্পর্ক হবে পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার। এজন্যই ইসলামে নারীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করা বা দেয়া সম্পূর্ন নিষেধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, *"একজন বিধবা নারীর সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া উচিত নয় এবং একজন কুমারী নারীর অনুমতি ছাড়াও তার বিবাহ দেয়া উচিত নয়... ।"* (সহীহ্ বুখারী, খন্ড ৭)।

  এছাড়াও খানসা বিনতে খিদাম আল আনসারীয়া কর্তৃক বর্ণিত যে, বিধবা অবস্থায় তার বাবা তার বিয়ে দিয়েছিলেন যা ছিল তার খুবই অপছন্দ। অতঃপর তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট গেলেন এবং রাসূলুলাহ্ তার বিয়ে বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। (সহীহ বুখারী, খন্ড ৭)।

  এছাড়াও স্বামী নির্বাচনে নারীর রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। নিজের স্বামী সে নিজেই নির্বাচন করতে পারে এবং এমনকি পছন্দ মতো পুরুষকে বিয়ের প্রস্তাবও পাঠাতে পারে।

২. **স্বামী-স্ত্রীর অধিকার :** ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের উপর অধিকার খুবই সুস্পষ্ট এবং মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ন ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও শারীরবৃত্তিক এবং মানবিক দিক থেকে উভয়েরই রয়েছে সমান অধিকার। কিন্তু দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের দিক থেকে আলাহ্ তা'আলা পুরুষকে নারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি

মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একটি সুশৃংখল সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর আছে পুরুষদের। কিন্তু পুরুষদের রয়েছে নারীর উপর মর্যাদা।" (সুরা বাকারা ঃ ২২৮)

কিন্তু এই প্রাধান্য শুধুমাত্র দায়িত্বপালন, নিরাপত্তাদান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কারন, প্রকৃতিগত ভাবে আলাহ নারীকে দূর্বল করে সৃষ্টি করায় পুরুষের জন্য নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এটা পুরুষকে আইনগত দিক থেকে কোন সুবিধাজনক অবস্থান দেয়। এছাড়াও পরিবারের প্রধান হিসাবে পুরুষকে স্বেচ্ছাচারী হবার কোন সুযোগও ইসলাম দেয়নি। বরং যে কোন পারিবারিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইসলাম সবসময়ই একে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার তাগিদ দিয়েছে। এছাড়াও স্ত্রীর মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি কোরআন এবং হাদীসে স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি সদয়, সহনশীল এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরনের জন্য বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

"…. তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর। যদি তাদের কোনও কিছু তোমাদের অপছন্দ হয়, তবে এমনও হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ করছ আলাহ তারই মাঝে নিহিত রেখেছেন কল্যান।" (সুরা নিসা ঃ ১৯)

- স্ত্রী হিসাবে ইসলাম নারীকে দিয়েছে যথোপযোগী মর্যাদা এবং অধিকার। মুয়াবিয়া আল কুসায়রি (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, *"আমি একদিন আলাহ্'র রাসুল (সাঃ) এর নিকট গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের স্ত্রীদের আমাদের উপর কি অধিকার রয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরিধান করাবে। আর তাদেরকে প্রহার করোনা এবং তিরস্কার করোনা।'"* (সুনান-ই-আবু দাউদ, ২১৩৯ নং হাদীস)।

  এছাড়াও রাসূলুলাহ বলেছেন যে, *"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। এবং নিশ্চয়ই আমি আমার পরিবারের নিকট সবচাইতে বেশী উত্তম।"* (তিরমিযী)

  অন্য এক হাদীসে রাসূলুলাহ বলেছেন যে, *"শুধুমাত্র সম্মানিত লোকেরাই নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরন করে। আর যারা অসম্মানিত, নারীদের প্রতি তাদের আচরনও হয় অসম্মানজনক।"* (তিরমিযী)

৩. **বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার :** ইসলাম নারীকে দিয়েছে প্রয়োজনে তালাক প্রদানের অধিকার। বিভিন্ন কারনে একজন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারে। যেমন :

- স্বামীর যদি যৌন অক্ষমতা
- বৈবাহিক চুক্তিতে যদি নারীর তালাক প্রদানের অধিকার উলেখিত থাকে।
- স্বামীর যদি এমন কোনও মারাত্মক ব্যাধি থাকে যার দ্বারা স্ত্রী নিজের ক্ষতি হবার আশংকা করে।
- সঙ্গতি থাকা অবস্থায়ও স্বামী যদি স্ত্রীর ভরনপোষণের ব্যবস্থা না করে।
- স্বামী যদি মানসিক রোগী হয়।
- যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, স্বামী নিখোঁজ কিংবা অবর্তমান আবার সে স্ত্রীর ভরনপোষনেরও কোন ব্যবস্থা করে যায়নি অথবা স্বামীর অধিকৃত সম্পত্তি থেকেও ভরনপোষন পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।
- যদি স্বামী-স্ত্রী মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে পারে। প্রাথমিক ভাবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের পক্ষ থেকে দু'জন বিচারক নিয়োগ করা হয়। যদি কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব না হয় তবে সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ কার্যকরী করা হয়।

৪. জ্ঞানার্জনের অধিকার: নারীর রয়েছে শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সে অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নারী পুরুষের জন্য ফরয।"*

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার :

একটি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জনের ভার ইসলাম মূলতঃ দিয়েছে পুরুষকে। আর নারীকে দেয়া হয়েছে পরিবারের আভ্যন্তরীন শৃংখলা এবং সন্তান লালন-পালনের গুরু দায়িত্ব। কিন্তু তার অর্থ এটাও নয় যে, নারী ঘরের বাইরে কাজ করতে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে না। পুরুষের মতোই একজন নারীর রয়েছে ইসলামের সীমার মধ্যে স্বাধীন ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের পূর্ণ অধিকার। নারী তার মূল দায়িত্ব অবহেলা না করে, ব্যবসা-বানিজ্য সহ সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করতে পারে। এছাড়াও ইসলাম নারীকে দিয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অর্থনৈতিক অধিকার।

১. **ভরনপোষণের অধিকার :** নারীর রয়েছে স্বামীর নিকট থেকে ভরনপোষন পাবার পূর্ণ অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনানুযায়ী স্ত্রী যত সম্পদশালীই হোক না কেন, তার এবং তার সন্তানের ভরনপোষনের ভার শুধুমাত্র স্বামীর। কারণ কুরআনে আলাহ বলেছেন,

“পুরুষ নারীর পরিচালক, কারন আলাহ তাদের একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পুরুষ তার ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে।” (সুরা নিসা ঃ ৩৪)।

২. **উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে অধিকার :** ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে। পুরুষদের মতো তারও রয়েছে নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অধিকার। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

“পুরুষদের যেমন পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে তেমনি নারীদেরও রয়েছে তার পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রাপ্ত অংশ। চাই তা কম হোক কিংবা বেশী হোক, তা এক নির্দিষ্ট অংশ। ” (সুরা নিসা ঃ ৭)

যে কোন ক্ষেত্রেই নারীর উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদ হবে পুরুষের অর্ধেক। সম্পদের এই বন্টন আলাহতায়ালা কর্তৃক পুরুষ ও নারীর উপর আরোপিত দায়িত্বের সাথে সম্পূর্ণ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে তার স্ত্রী-সন্তান এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের (বিশেষতঃ যারা নারী) ভরনপোষনের দায়িত্ব। স্ত্রী যতই সম্পদশালী কিংবা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হোক না কেন এই দায়িত্ব থেকে পুরুষের নিস্কৃতি নেই।

৩. **বিবাহকালীন মোহরানার অধিকার :** বিবাহকালীন সময়ে ইসলাম নারীর জন্য সম্মানসূচক মোহরানা নির্ধারিত করেছে। এই মোহরানা আদায় করতে একজন পুরুষ দায়বদ্ধ। এই মোহরানা হচ্ছে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসার নির্দেশক। কোরআনে আলাহ বলেছেন,

“আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহরানা সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় কর। অবশ্য তারা যদি নিজেরা নিজেদের খুশীতে এর কিছু অংশ মাফ করে দেয় তবে তোমরা তা সানন্দে ভোগ করতে পার।” (সুরা নিসা ঃ ৪)

৪. **মালিকানার অধিকার :** উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদে নারীর রয়েছে পূর্ণ মালিকানা। নিজের উপার্জিত সম্পদ বা প্রাপ্ত সম্পদ সে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে ।

নারীর রাজনৈতিক অধিকার : পৃষ্ঠা - ২০

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামের হাতহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আজকের দিনে যাকে 'রাজনৈতিক অধিকার' বলা হয় তৎকালীন ইসলামী সমাজে পুরুষের মতোই নারীরও এই অধিকার ছিল পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও রয়েছে সমাজে আলাহ্ প্রদত্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে তাই ইসলাম নারীকেও তার সামর্থ্য অনুযায়ী রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশ গ্রহনের অধিকার দিয়েছে। কুরআন এবং হাদীসে এরকম অসংখ্য উদাহরন রয়েছে যেখানে আমরা নারীকে রাজনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখতে পাই। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নারীরা রাসুলুলাহ্র (সাঃ) সাথে বির্তকেও অংশ নিয়েছে।

- ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর রয়েছে খলিফা নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার। এ লক্ষ্যে সে প্রার্থীর জন্য প্রচারনা এবং বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহন করতে পারে।

- পুরুষের পাশাপাশি নারীরও ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে সমাজের মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করা এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার পূর্ণ অধিকার। আলাহ্ কুরআনে বলেছেন,

  " মুমিন নারী এবং মুমিন পুরুষ একে অপরের বন্ধু। তারা একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে.......... ।" (সুরা তওবা ঃ ৭১)

- ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর রয়েছে শাসকের ভুল সংশোধনের বা শাসককে জবাবদিহি করার অধিকার। ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) সময় একজন সাধারন নারী মোহরানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনসম্মুখে ওমরের (রা.) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ওমর (রা.) বলেছিলেন, "এই মহিলা ঠিক আর ওমর ভুল।"

- নারীর রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করার অধিকার। নারীদের রয়েছে মজলিশে শুরার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার অধিকার। আয়েশা (রা.) ওমর (রা.) এর খিলাফতের সময় মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন।

- নারীর রয়েছে যে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে উম্মাহর কল্যাণের জন্য কাজ করার পূর্ণ অধিকার।

নারীর আইনগত অধিকার :

- ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে নারী পুরুষ উভয়েই সমান। তাই ইসলাম শুধু নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেনি, বরং ইসলামী সমাজে নারী আলাহ্ প্রদত্ত যে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তার রয়েছে আইনের সাহায্যে তা আদায় করার অধিকার।

- নারী যদি দাম্পত্য সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন বা কোন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে তার রয়েছে আইনগত সাহায্য পাবার পূর্ণ অধিকার।

- নারীর সম্মান রক্ষার্থে ইসলাম সচ্চরিত্রা নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে ভয়ানক অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। আলাহ্ কোরআনে বলেছেন,

  “যারা সতী, নিরীহ ও মুমিন নারীর উপর অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” (সুরা নুর ঃ ২৩)

  তাই কোনও মুমিন নারীর উপর মিথ্যারোপ করা হলে সে আইনের সাহায্যে দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেয়ার অধিকার রাখে।

- ইসলাম যেহেতু নারীকে সম্মান হিসাবে গণ্য করে, তাই যে কোনও স্থানে যে কোনও ভাবে তাকে উত্ত্যক্ত করা হলে সে আইনের সাহায্য পাবার অধিকার রাখে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ইসলামের ইতিহাসের মহিয়সী নারীরা

৭ম শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ১৩০০ বছরের খিলাফত তথা ইসলামী শাসনামলে হাজার হাজার মুসলিম নারী আইনবিদ, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, বিচারক, ভাষাবিদ, জ্ঞানসাধক ও সর্বোপরি আদর্শ মা ও স্ত্রী হিসাবে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিলো ইসলামের ইতিহাসে।

হযরত আয়িশা (রা.) : জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় হযরত আয়িশা (রা.) এর পান্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। দুই হাজারেরও বেশী হাদিস তিনি নির্ভূল ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) এবং উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে আইন ও বিচার উপদেষ্টা ছিলেন।

উম্মে আমারা (রা.) : উম্মে আমারা (রা.) রাসূল (সাঃ) এর একজন বিখ্যাত মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে কাফিরদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে ওহুদ এবং আমামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

শিফা বিনতে আব্দিলাহ (রা.) : উম ত কালে শিফা বিনতে আব্দিলাহ(রাঃ) তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের কারনে বা াজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রেও জ্ঞান অর্জন করেন।

আমরা বিনতে আব্দুর রাহমান : ৮০০ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট আইনবিদ। তিনি মদীনার কৃষি বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুফতী আমাহ আল ওয়াহিদ বিনতে আল মাহমিলি : নয়শত শতাব্দীতে বাগদাদের শাফিঈ আাইন বিষয়ক স্কুলের একজন নামকরা শিক্ষক এবং প্রখ্যাত বিচারক।

ইজলিয়া বিনতে আল ইজলি : ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সাইফউদ্দৌলার সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে মহাকাশ বিষয়ক গবেষনাগার তৈরী করেছিলেন।

কারিমাহ বিনতে আহমেদ আল-মারওয়াজিয়াহ : ১০০০ শতকে হাদীসশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতার কারনে বহু শিক্ষার্থী তার কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতো। তৎকালীন বাগদাদের খতিব তার কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জন করেন এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শায়খা আসমা : শায়খা আসমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সুপরিকল্পিত ভাবে তা বিস্তারের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি তার সময়ে ক্ষমতাশীন খলিফাকে নাইজেরিয়া বিষয়ক পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

যয়নব বিনতে আবদ আল রাহমান : ১৩০০ শতকের একজন প্রসিদ্ধ পন্ডিত। নামকরা ভাষাবিদ আল-জামসারীর মেধাবী শিষ্য হিসাবে তিনি সম্মান সূচক একাডেমিক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন।

আয়িশা আল বানিয়্যা : তিনি ছিলেন দামেস্কের একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং ইসলামিক চিন্তাবিদ। ইসলামী আইন বিষয়ক তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে।

মুফতি উম্মে আল বানিন : ১৪২৭ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর একজন প্রসিদ্ধ আইনবিদ।

জুবাইদা : তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্বার অধিকারী খলিফা হারুন-উর-রশিদ এর স্ত্রী জুবাইদা সবসময়ই তার স্বামীকে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিতেন।

মারিয়ম : মরক্কোতে মারিয়ম নামের এক মহিয়সী নারী তৈরী করেছিলেন আল আন্দালুস মসজিদ, যা পরবর্তীতে জ্ঞানার্জনের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মামলুক শাসনামলে নারী : ১১'শ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে তৎকালীন মুসলিম নারীরা দামেস্কোতে **৫**টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং **১২**টি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলো সম্পূর্ন ভাবে মুসলিম নারীদের দ্বারাই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিলো।